‘যারা পাহারা দেবে না, তারা সর্বহারাদের দোসর’

বাংলা ভাইয়ের ক্যাডারদের হাতে অপহৃত একজনকে আহতাবস্থায় উদ্ধার, অন্যজনের খোঁজ মেলেনি

প্রথম আলো ডেস্ক

বাংলা ভাইয়ের ‘জাগ্রত মুসলিম জনতা’র ক্যাডাররা সর্বহারা ঠেকাতে মাইকিং করে গ্রামবাসীকে রাত জেগে পাহারা দিতে নির্দেশ দিয়েছে। তারা মাইকিং করে বলেছে, যারা পাহারায় যোগ দেবে না তারা সর্বহারাদের দোসর। অন্যদিকে চরমপন্থিরাও এলাকাবাসীকে হুমকি দিয়ে বলেছে, ফিরে এসে তোদের শেষ করব।

একদিকে বাংলা ভাইয়ের সর্বহারা ঠেকানোর নির্দেশ, অন্যদিকে সর্বহারাদের পাল্টা হত্যার হুমকি এই শাঁখের করাতের মধ্যে পড়ে বাগমারা, রানীনগর, আত্রাই, দুর্গাপুর ও পুঠিয়া এলাকার অধিবাসীদের অবস্থা এখন কাহিল।

এদিকে বাংলা ভাইয়ের ক্যাডাররা বগুড়ার নন্দীগ্রামে বাদশা নামে একজনকে মেরে লাশ গাছে ঝুলিয়ে দেওয়ার পর থেকে ওই এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের পর গতকাল তার পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করেছে। রানীনগর থানা পুলিশ গত বৃহস্পতিবার ক্যাডারদের হাতে অপহৃত বাশারকে একটি মাঠ থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করেছে। আরেক অপহৃতের কোনো খোঁজ মেলেনি।

গতকাল বাগমারা, রানীনগর ও আত্রাই ঘুরে আমাদের রাজশাহী প্রতিনিধি আনু মোস্তফা জানান, এলাকার মানুষের মাঝে বিরাজ করছে চরম আতঙ্ক। এলাকাবাসী বলছেন, রাজশাহীর বাগমারা, পুঠিয়া ও দুর্গাপুর, নাটোরের নলডাঙ্গা এবং নওগাঁর রানীনগর ও আত্রাই এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বলতে কিছুই নেই। আত্রাই ও নলডাঙ্গায় জাগ্রত জনতার ক্যাডাররা মাইক্রোবাসে মাইক লাগিয়ে প্রচার করে, জাগ্রত জনতার সদস্যদের রক্ত বৃথা যেতে দেওয়া হবে না। মাইকে বলা হয়, চোখের বদলে চোখ, হাতের বদলে হাত ও জানের বদলে জান নিতে হবে। চরমপন্থিরা হামলা করলে তাদের চোখ তুলে নিতেও মাইকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছিল। গতকাল আত্রাই এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, জাগ্রত ক্যাডাররা হকিস্টিক নিয়ে পুলিশের পাশাপাশি বিভিন্ন সড়কে পাহারা দিচ্ছে। বাগমারাতেও রাস্তায় রাস্তায় পুলিশি টহলের পাশাপাশি ক্যাডারদের ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। এলাকাবাসী জানান, গতকাল বাংলা ভাই বাগমারার আলোকনগরের একটি মসজিদে তার ক্যাডারদের নিয়ে জুমার নামাজ পড়েছেন।

এলাকাবাসী আশঙ্কা করছেন, চরমপন্থিরা বাদশা হত্যার প্রতিশোধ নিতে পাল্টা হামলা চালাবে। বৃদ্ধ ফয়েজ প্রামাণিক বলেন, আমরা বাধ্য হয়ে জাগ্রত মুসলিম জনতায় যোগ দিয়েছি। কিন্তু চরমপন্থিরা ফোন করে বলছে, আমরা ফিরে আসছি, তোদের শেষ করব। রানীনগর এলাকার স্কুল মাস্টার জমিরউদ্দিন বলেন, আমাদের এখন ত্রিশঙ্কু অবস্থা। বাংলা ভাইয়ের ক্যাডাররা গ্রামে গ্রামে মাইকে ঘোষণা দিচ্ছে যারা রাতে পাহারায় যোগ দেবে না, ধরে নেওয়া হবে তারা চরমপন্থিদের দোসর। বাড়িতে ১২ বছরের ওপরে কোনো পুরুষ থাকলে জাগ্রত জনতার গ্রাম কমিটির কাছে নাম তালিকাভুক্ত করার জন্যও নির্দেশ জারি করা হয়েছে। কার কখন ডিউটি তা জাগ্রত জনতার গ্রাম কমিটির প্রধানের কাছ থেকে নিজ দায়িত্বে জেনে নেওয়ারও কথা বলা হয়েছে। পুলিশও রাতে পাহারা দিতে এলাকাবাসীকে বাধ্য করছে।

এদিকে বাংলা ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা জানান, জাগ্রত মুসলিম জনতা আগামীকাল রোববার রাজশাহীতে ডিসি অফিসের সামনে সমাবেশ করবে। তারা বাগমারার পরিস্থিতি তুলে ধরে ডিসিকে স্মারকলিপি দেবে।

এদিকে জাগ্রত জনতার ক্যাডাররা গত তিন দিনে রানীনগর এলাকাবাসীর সব মোবাইল ফোন নিয়ে গেছে। গ্রামীণের পল্লী ফোনের বুথগুলো থেকেও তারা মোবাইল সেট নিয়ে যায়। এলাকা ঘুরে জানা গেছে, বাংলা ভাইয়ের ক্যাডাররা গত বুধবার বাদশাকে রানীনগরের সরিয়া গ্রামে প্রকাশ্যে নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে। পরে তার লাশ নন্দীগ্রামের বামনগাঁও এলাকায় নিয়ে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। জাগ্রত মুসলিম জনতার ক্যাডারদের অপহরণের শিকার খেজুরকেও মেরে ফেলা হয়। তবে তার লাশ ক্যাডাররা গুম করে ফেলে। এলাকার লোকজন জানান, বুধবার সকালে জাগ্রত জনতার ক্যাডাররা সরিয়া গ্রামে অবস্থান করে। তারা স্থানীয় কয়েকজন জামায়াত

ও বিএনপি নেতাকে নিয়ে একটি বাড়িতে গোপন বৈঠক করে। বাংলা ভাইও ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে ক্যাডাররা বাদশাসহ আরো তিনজনকে তুলে নিয়ে যায়।

আমাদের বগুড়া প্রতিনিধি জানান, আদমদীঘি উপজেলার সীমান্ত এলাকাসহ নন্দীগ্রাম উপজেলার সীমান্ত এলাকায়ও বাংলা ভাইয়ের ক্যাডাররা ঘোরাফেরা করছে। একটি সূত্র জানায়, এসব এলাকায় তারা গা-ঢাকা দেওয়ার পাশাপাশি সাংগঠনিক কার্যক্রমের বিস্তার ঘটাচ্ছে। নন্দীগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমীর কুন্ডু জানান, ময়নাতদন্ত শেষে আবদুল কাইউম বাদশার লাশ তার পরিবারের লোকজনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। লাশ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকার রাম দয়াল নামে এক গ্রাম পুলিশ বাদী হয়ে নন্দীগ্রাম থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে, একটি সাদা রঙের মাইক্রোবাসে করে এবং কয়েকটি মোটরসাইকেলযোগে কয়েকজন অজ্ঞাত লোক লাশটি একটি গাছে ঝুলিয়ে রেখে যায়।

নওগাঁ প্রতিনিধি জানান, রানীনগর থানা পুলিশ অপহৃত অন্য তিনজনের একজন বাশারকে গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে একটি মাঠ থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে। তাকে স্থানীয় আমজাদ মাস্টার হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।